১০৬

ভোরের কাগজ

তারিখ ..MAR. 1.5 1999 ...

ক্লাসরুমের সংকট, লাইব্রেরিতে বই নেই, নেই পরিবহনের ব্যবস্থা

বিএল কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্য এখন ম্লান

গৌরাঙ্গ নন্দী, *খুলনা থেকে*

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ দৌলতপুর সরকারি বিএল (ব্রজলাল) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। প্রায় শত বছরের এই প্রতিষ্ঠানটি নানামুখী সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা, ক্লাস রুমের সমস্যা, লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বই-এর অভাব, আবাসিক সমস্যা, পরিবহনের সমস্যার কারণে প্রতিষ্ঠানটি তার গৌরবময় অতীত হারাতে বসেছে।

১৯০২ সালে ভৈরব নদীর তীরে দৌলতপুরে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালের ১ জুলাই সরকার এটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। ব্রজলাল চক্রবর্তী ছিলেন এর রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা। হাজী মহম্মদ মহসীন-এর সৈয়দপুর ট্রাস্টের ট্রাস্টি আহসান আহমেদ, অধ্যক্ষ দ্বিজপ্রদ ব্যানার্জী, অধ্যক্ষ ড. এনামুল হকসহ অনেকের অবদানে প্রতিষ্ঠানটি এখন মহীরুহ।

১৯০২ সালে এটি শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ৪৯ জন ছাত্র ও চারজন শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আজ এখানে পাঁচটি অনুষদের অধীনে স্নাতক, ১৪টি অনার্স ও ১৫টি স্নাতকোত্তর বিষয়ে প্রায় ১১ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ১৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স, ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে আরো ১৩টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়। অবশ্য ১৯২৫ সালে ইংরেজি ও দর্শনে, ১৯৩৯ সালে বাংলা বিভাগে অনার্স কোর্স এবং ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়; কিন্তু বিবিধ কারণে আবার বন্ধ হয়ে যায়। আগে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পড়ানো হতো।

ভৌত অবকাঠামো ও আসবাবপত্র

বর্তমানে কলেজটিতে সকল বিভাগের বিভাগীয় দপ্তর, সেমিনার কক্ষ, শ্রেণী কক্ষ ও বিজ্ঞানাগারের জন্য প্রায় ১ লাখ বর্গফুটবিশিষ্ট পাঁচটি ভবনে মোট ৬৮টি কক্ষ রয়েছে। স্নাতক, ১৪টি বিষয়ের অনার্স ও ১৫টি বিষয়ের মাস্টার্স শ্রেণীর প্রায় ১১ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য খুবই অপ্রতুল। এছাড়াও চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ডায়াস, বৈদ্যুতিক পাখারও অভাব রয়েছে। বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি বহু পুরনো ও জরাজীর্ণ। অধিকাংশই ব্যবহার অনুপযোগী। উপযুক্ত কক্ষের অভাবে সাতটি কম্পিউটার ব্যবহার করা যাচ্ছে না। অথচ বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল প্রায় ২ হাজার।

অপর্যাপ্ত পাঠাগার সুবিধা

অব্যাহত জ্ঞানচর্চা, পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র হলো গ্রন্থাগার। কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা ৩২ হাজার ৮৩টি। সবগুলো বই-ই পুরোনো সংস্করণের, সেকেলে। উচ্চ শিক্ষার উপযোগী পুস্তক ও জার্নাল নেই বললেই চলে। একসময় গ্রন্থাগারে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা ছিল। এখন বন্ধ। এছাড়া সকল বিভাগ অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীতে শিক্ষার্থী প্রতি যথাক্রমে ৪০০ ও ২০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। বিদ্যার্থীদের এই টাকায় কেনা বইয়ের সংখ্যা মোট ৯ হাজার ৬৪৮ খানা। যা বিভিন্ন বিভাগের লাইব্রেরিতে রয়েছে। পাঠকক্ষ ও প্রয়োজনীয় কর্মচারীর অভাবে সেমিনারে পড়ার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

শিক্ষক, কর্মচারীর স্বল্পতা

উচ্চ শিক্ষার জন্য অপরিহার্য অভিজ্ঞ শিক্ষক। বর্তমানে কলেজটিতে বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৩টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। অভাব রয়েছে মানসম্পন্ন শিক্ষকের। ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে মাস্টার্স পাঠ্যক্রমের স্টাফ প্যাটার্ন অনুযায়ী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি।

দৈনন্দিন অফিসিয়াল কাজ, ভর্তি, নিবন্ধন ও পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের গ্রন্থাগার সুবিধা প্রদান করা, বিভাগসমূহের দাপ্তরিক কাজ করা প্রভৃতির জন্য মোট ১৩৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে রয়েছে মাত্র ৪০ জন। ফলে একদিকে শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনা বাড়ছে ; অন্যদিকে শিক্ষকরা করছেন ভর্তি, নিবন্ধন ও অন্যান্য অফিসিয়াল কাজ। এর চূড়ান্ত ফল হচ্ছে শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া।

আবাসিক ও পরিবহন সমস্যা

কলেজের প্রায় ১১ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে পাঁচটি ছাত্রাবাস ও ১টি ছাত্রীনিবাস। সেখানে ৪৪৫ জন ছাত্র ও ৫০ জন ছাত্রী থাকতে পারে। উচ্চ শিক্ষার জন্য আগত দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীরা আবাসিক সংকটের কারণেই থাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শিক্ষকদের জন্যও রয়েছে মাত্র দুটি বাসা। এছাড়া কর্তৃপক্ষ ঘোষিত বসবাসের অযোগ্য

বিএল কলেজের কলাভবন – ভোরের কাগজ

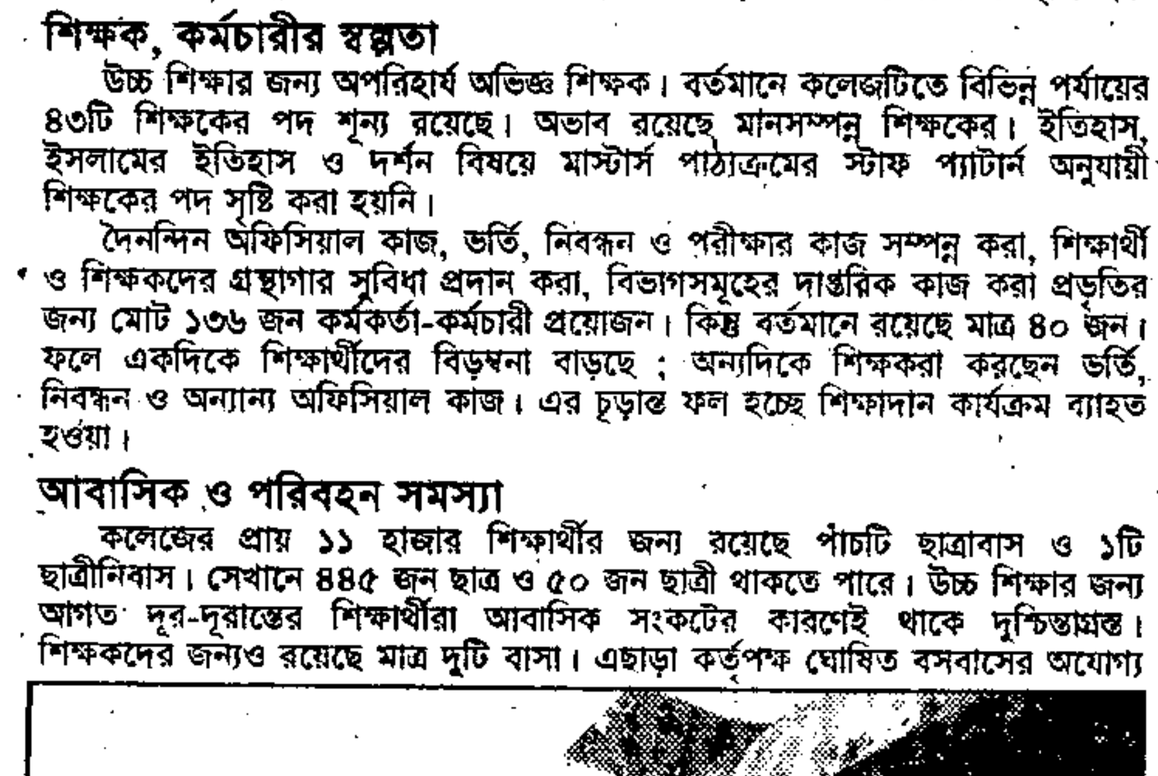

বাসা রয়েছে ২৮টি। এই বাসাসমূহেই অনেক শিক্ষক বসবাস করেন। এর জন্য শিক্ষকরা কলেজ কর্তৃপক্ষকে কোনো অর্থ দেন না। বছরের পর বছর কোনো কোনো শিক্ষক এই সুবিধা গ্রহণ করে আসছেন। অথচ এই বাসাগুলো সংস্কার করে সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেওয়া যায়, তাহলে শিক্ষকদের আবাসন সমস্যার অনেকটাই পূরণ হতে পারে।

বাগেরহাট, রূপসা, খুলনা মহানগরী, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, নওয়াপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষার্থী এখানে পড়তে আসে। কিন্তু কলেজের নিজস্ব কোনো পরিবহন ব্যবস্থা নেই। এক সময় কলেজের পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে দুটি বাস ছিল। আজ সেই বাস দুটির ভগ্নাবশেষ স্মারক হয়ে পড়ে আছে কলেজের প্রধান ফটকের সামনের রাস্তার বামদিকে। অধ্যক্ষসহ দেড় শতাধিক শিক্ষকের জন্যও কোনো পরিবহন ব্যবস্থা নেই।

ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও বাহ্যিক পরিবেশ

বিএল কলেজে 'এক সময় 'সরল জীবনযাপন এবং উচ্চ চিন্তা'- নীতি অনুসরণ করা হতো। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও দায়িত্ববোধ, শাসন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের। বর্তমানে সে অবস্থা কল্পনাতীত। বরং বিপরীতটাই চরম সত্যি-' বলেছেন শিক্ষক বি. করিম। একসময় এই শিক্ষায়তনটিতে সকাল ৮টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ক্লাস হতো। বর্তমানে বেলা ২টার পর কদাচিৎ ক্লাস হয়। একজন শিক্ষার্থী বলেন, স্যাররা প্রাইভেট ক্লাসে খুব মন দিয়ে পড়ান; শ্রেণীকক্ষে তাঁদের অতো ভালোভাবে পড়াতে দেখা যায় না। শিক্ষকরা যথাসময়ে ক্লাসে হাজিরও হন না। শিক্ষক রবিউল ইসলাম বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন, ছাত্রছাত্রীরা একদম পড়াশোনায় আগ্রহী নয়। তারা ক্লাসে যথাসময়ে হাজির হয় না। পড়া তারা বুঝতেও চায় না। দর্শন শাস্ত্রের মতো একটি বিষয়েও শিক্ষার্থীরা মুখস্ত করতে চায়, নোট চায়, গাইড বই পড়তে চায়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট চায়, পড়াশোনা করতে চায় না।

শিক্ষক রবিউল ইসলাম এক সময় এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, তাদের সময় শিক্ষকদের যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করতে হত; শিক্ষার্থীরাও ছিল উৎসাহী। এখন উৎসাহী শিক্ষার্থী দেখা যায় না। শিক্ষকদের হোমওয়ার্কও নেই বললে চলে। একই বিষয় বারবার পড়ালেও কোনো ছাত্রছাত্রী সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলে না। অবশ্য দুএকজন যে ভালো শিক্ষার্থী বা শিক্ষক নেই, তা নয়।

১৯৬৬ সালে কলেজেন ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩৯.০৬ একর। বর্তমানে সম্পত্তির পরিমাণ কমে গেছে। কলেজ বেসরকারি থাকাকালে যশোর রোডের পশ্চিম পাশে কলেজের ১.৩২ একর জমি বেদখল হয়েছে। কলেজের উত্তর-পশ্চিমাংশে ভৈরব নদীর তীরে কবিরাজ ঘাট নামক স্থানটি কলেজের সম্পত্তি। বর্তমানে এটি আর কলেজের দখলে নেই।

কলেজ ক্যাম্পাসটির বর্তমান পরিবেশ এক কথায় যাচ্ছে তাই। যে কেউ যখন-তখন কলেজের অভ্যন্তরে যাচ্ছে। কলেজের মাঠে গরু চরছে। কাশীপুর-দৌলতপুর-পাবলার মধ্যে যোগাযোগের করিডোর হিসেবে কলেজ চত্বর ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানের সীমানা প্রাচীর ভেঙে গেছে। কলেজ পুকুরের মাছ চুরি হচ্ছে হরহামেশা। কলেজ সংলগ্ন রোডের পাশে কলা ও বাঁশের ব্যবসা। কলেজের প্রথম গেটের একটু সামনে-উত্তর-পশ্চিম কোণে রোডের উপর প্রতিদিন অগণিত কলা ও পাট বোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে ট্রাকে মালামাল ওঠানো-নামানো হয়। অন্যদিকে, কলেজের দ্বিতীয় গেটের পাশে বাঁশের জমজমাট ব্যবসা।

সম্প্রতি কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে শিক্ষকদের বাসভবনে কয়েকটি দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেনের বাসায় চুরির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি থানায় একটি জিডি করেন। জিডি'র সূত্র ধরে পুলিশ দু তিন জন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এদের একজন পরবর্তীকালে উল্লিখিত শিক্ষককে প্রকাশ্যে হুমকি দেন এবং এ ব্যাপারে আর না এগুনোর জন্য শাসায়।

শেষের কথা

একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ গবেষণা করা। অনেকটা গবেষণা কার্যক্রম ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে চলেছে। তবে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে এমএসসি শেষ পর্বে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় উদ্ভিদ বিদ্যায় একজন, প্রাণিবিদ্যায় পাঁচজন এবং নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টার খুলনার সহযোগিতায় পদার্থবিজ্ঞানে তিনজন ও রসায়নে একজন শিক্ষার্থী গবেষণা কাজ করছে। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষা, নিয়মিত পরীক্ষা পরিচালনা, ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে বছরে গড়ে মাত্র ১০০ থেকে ১২৫টি ক্লাস হয়। প্রকৃতপক্ষে কার্যকর ক্লাসের সংখ্যা আরো কম। ফলে কোর্সসমূহ কখনই শেষ হয় না। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছাত্রদেরও শেষ ভরসা প্রাইভেট পড়া।

কলেজের দুটি পরিত্যক্ত বাস – ভোরের কাগজ